দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 JUL 2013

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের কর্মসূচী বর্জন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : আজ ১ জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯২১ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্বাচিত ভিসির '৭৩-এর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন, যথাসময়ে সিনেটের শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের সব অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদাদলের শিক্ষকরা। গতকাল (রোববার) শিক্ষক ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাদা দলের আহ্বায়ক ও কলা ভবনের ডীন প্রফেসর ড. সদরুল আমিন এই ঘোষণা দেন।

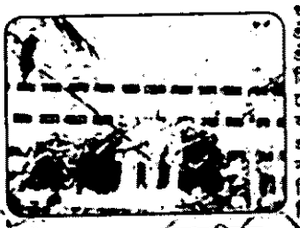

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ও প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নানাভাবে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে চলছেন। এই ভিসি ২০০৯ সালে সাময়িকভাবে নিয়োগ পাওয়ার পর অনির্বাচিতভাবে সাড়ে চার বছর অতিক্রম করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের চরম লঙ্ঘন। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নানা অনিয়ম তুলে ধরা হয়।

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। জাতীয় গৌরবের এ প্রতিষ্ঠানটি আজ ৯৩ বছরে পদার্পণ করছে। এ উপলক্ষে সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে খোলা থাকবে বিভাগীয় কার্যালয়।

দিবসটি উপলক্ষে টিএসসি, কলাভবন, কার্জন হলসহ আবাসিক ছাত্রাবাসগুলোতে করা হয়েছে আলোকসজ্জা। আবাসিক হলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ভোজের ব্যবস্থাসহ হলগুলো সাবেক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

আজ সকাল নয়টায় প্রতিটি ছাত্রাবাস থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে প্রশাসনিক ভবনসংলগ্ন মঞ্চে জমায়েত হবেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি থেকে প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে কর্মসূচীর উদ্বোধন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

এরপর সকাল ১০টায় থাকছে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা ও স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠান। রয়েছে কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রীতি বিতর্ক, প্রীতি ফুটবল এবং ক্রিকেট ম্যাচ, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্য।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই ৩ দিনব্যাপী গবেষণা প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ভবনের বারান্দায় শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. ইমদাদুল হক এবং বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ক্যান্সার, ডায়াবেটিসসহ জটিল রোগ-নির্ণয় পদ্ধতি, বিশুদ্ধ খাবার পানি সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে। আগামীকাল প্রদর্শনী শেষ হবে।